টিকা নেয়ার পরও ঝালকাঠিতে করোনায় স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় তন্ময় বেপারী (৩৫) নামে এক স্কুলশিক্ষক করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তিনি গত ২০ মার্চ করোনার টিকা নিয়েছিলেন। শনিবার বেলা ১১টার দিকে বরিশাল মেডিক্যালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

জ্বর -সর্দি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে তিনি ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা নেন এবং ৩১মার্চ করোনা টেস্টে রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

তন্ময় বেপারী উপজেলার নেয়ামতপুরা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং চেঁটরী রামপুর ইউনিয়নের রামপুর গ্রামের দিলিপ বেপারীর ছেলে।

নেয়ামতপুরা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিল চন্দ্র তালুকদার শিক্ষক তন্ময় বেপারী করোনায় মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন , গত ২০ মার্চ বিদ্যালযের পাশে মিরুখালী ক্লিনিক থেকে তিনি করোনার টিকা নেন।

পরের দিন ২১ মার্চ জ্বর হলে ভান্ডারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র চিকিৎসা নেন এবং ৩১ মার্চ টেষ্টে তার করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে।

ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানার ও মাস্ক বিতরণ

ঝিনাইদহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে। শনবিার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের পায়রা চত্তর , পোস্ট অফিস মোড় , প্রেরনা একাত্তর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাস্ক ব্যবহার না করা , সামাজিক দুরত্ব না মানাসহ নানা অপরাধে ১৭ জনকে ১০০ টাকা ও ৫০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি মাস্কও

বিতরণ করা হয়। ভ্রাম্যমান আদারতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্লাহ জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করছি। অভিযানকালে স্বাস্থ বিধি মানতে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

তিনশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে পৃথক দুটি স্থান থেকে ৩০০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে কালীগঞ্জের কাদিরকোল গ্রামের আরকে ইটভাটার পাশ থেকে পিরোজপুর গ্রামের হাতেম আলীর ছেলে সজল (৩৩), কাদিরকোল গ্রামের গঠুর মোল্লার মেয়ে মোছা: রুপালীকে (৩০) ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান তিন রাস্তার মোড় থেকে কুষ্টিয়া ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল হোসেনরে ছেলে টুটুল মিয়া (৩৩) ও ঝিনাইদহের খাড়াশুনি গ্রামের জামাল মিয়ার মেয়ে ফাতেমা খাতুনকে (২৮) ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুজিবনগরে নাগাবিলের খাল পুন:খননের উদ্বোধন

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি নির্ভর এলাকা উপজেলার সবথেকে বড় ফসলের মাঠ নাগার মাঠ। যে মাঠকে ঘিরে চলে মুজিবনগর উপজেলা ও মেহেরপুর সদর উপজেলার ২০/৩০ টি গ্রামের মানুষের চাষআবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিন্তু প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে পুরো মাঠটি তলিয়ে যায় পানির নিচে। হারিয়ে যায় প্রায় অর্ধ লক্ষ কৃষকের

সপ্ন।বড় নাগার মাঠ থেকে গৌরিনগর গ্রামের ভিতর দিয়ে ভৈরব নদীতে পানি নিস্কাসনের জন্য একটি খাল থাকলেও কালের পরিক্রমায় সেটি ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় মাঠের পানি নিস্কাসন।
মেহেরপুর ১ আসনের এমপি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন কৃষকদের হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নকে ফিরিয়ে আনতে এবং মুজিবনগর তথা মেহেরপুরের কৃষি খাতের উন্নয়নকল্পে নাগাবিলের খাল পুন:খননের উদ্যোগ গ্রহন করেন।
তারই প্রচেষ্টায় বিলের পানি নিস্কাসনের জন্য বড়নাগা হতে ভৈরব নদী পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৪ কিলোমিটার খালের পুন:খননের উদ্বোধন করা হল। এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে খালটির পুন:খননের কাজ সমাপ্ত হবে।
শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক ডা: মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এর সভাপত্বিতে নাগাবিলের খাল পুন:খনন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভার্রচুয়ালী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত থেকে খাল পুন:খননের উদ্বোধন ঘোষনা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।পরে প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে ফলক উন্মোচন করা হয় এবং খাল খনন শুরু করা হয়। ভার্চুয়ালী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন চেয়ারম্যান (গ্রেড ১)বিএডিসি ঢাকা ডা: অমিতাভ সরকার,উপস্হিত ছিলেন ক্ষুদ্রসেচ, প্রকল্পের পরিচালক জিয়াউল হক,ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের প্রধান প্রকৌশলী লৎফর রহমান,যশোর সার্কেল (সওকা)তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল রশিদ,মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তুষার কুমার পাল,জেলা পিপি এ্যাড:পল্লব ভট্টাচার্য,জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহিম শাহিন,চিৎলা পাটবীজ খামারের যুগ্নপরিচালক রেজাউল হুদা,মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস,মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার,উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল,মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক নুরুল ইসলামসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্হানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ২০ কেজি গাঁজা সহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান গাঁজাসহ একজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে একটি পিকআপ ভ্যান। শনিবার সকালে ঝিনাইদহ - চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ভেটেরিনারী কলেজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের ওসি আনোয়ার হোসেন জানান , জীবননগর থেকে ফরিদপুরে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার ভেটেরিনারী কলেজের সামনে চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। এসময় সন্দেহ হলে একটি পিকআপ ভ্যানের গতিরোধ করলে গাড়ি ফেলে ২ জন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় ধাওয়া করে মহসীন হোসেন নামের একজনকে আটক করা হয়। পরে গাড়ী তল্লাসী করে উদ্ধার করা ২০ কেজি গাজা। জব্দ করা হয় মাদক বহনকারী পিকআপ ভ্যানটি। আটককৃত মহসীনের বাড়ি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার হামিরদি গ্রামে।

ঝিনাইদহে মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ০৪ জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের একটি আভিযানিক দল ভিন্ন ভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে কালিগঞ্জ থানাধীন কাদিপুর গ্রামস্থ আর কে ইট ভাটার পাশ থেকে আসামি ১। শরিফুল ইসলাম সজল (৩৩), পিতা - হাতেম আলী , সাং - পিরোজপুর , ২।মোছাঃ রুপালী , পিতা -মৃত গফুর মোল্লা , সাং -কাদিপুর (পশ্চিমপাড়া), উভয় থানা - কালিগঞ্জ , জেলা- ঝিনাদহকে ২০০ পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এব ঝিনাইদহ পৌরসভাধীন কলাবাগান হইতে কাঞ্চননগরগামী তিন রাস্তার মোড় হইতে আসমী ১। টুটুল মিয়া (৩৩), পিতা - ইসমাইল হোসেন , সাং - ঝুটিয়াডাঙ্গা , থানা -মিরপুর , জেলা-কুষ্টিয়া , ২। মোছাঃ ফাতেমা খাতুন (২৮), পিতা - মৃত জামাল মিয়া , সাং -

খড়াশুনি,থানা ও জেলা ঝিনাইদহ কে ১০০ (একশত) পিস মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক করে।

কুড়ুলগাছি ফুলবাড়ি সীমান্তের চোরাকারবারী মিলন গাইন বেপরোয়া

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি সীমান্তের খলিল গাইনের ছেলে চোরাকারবারীর গডফাদার মিলনগাইন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, ফুলবাড়ি গ্রামের খলিল গাইনের ছেলে মিলন এলাকায় একসময়ের সোর্স হিসাবে পরিচিত ছিল। সেসময় মিলন প্রশাসনের নাম ভাঙ্গিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত পথে আসা ভারতীয় বিভিন্ন অবৈধ মালামালের টাকা নিতো।দিনে দিনে মিলন জিরো থেকে হিরো বনে যেতে শুরু করে।এসময় টোল তোলা বাদ দিয়ে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ে চোরাকারবারীতে। বিভিন্ন মাদক দ্রব্য,দামী দামী ব্রান্ডের মোবাইল ফোন,কসমেটিকস, ভারতীয় জুতা স্যান্ডেল,রুপার চোরাকারবারী করতে শুরু করে।বিজিবির তালিকাভুক্ত হয়ে সে কিছুদিন আত্মগোপনও করে।তার নামে বিভিন্ন মামলা আছে বলেও গোপনসুত্রে জানা গেছে।বর্তমানে চোরাকারবারীর গডফাদার মিলন আবারো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।সে বর্তমানে অপ্রতিরোধ্যভাবে চোরাচালানির ব্যাবসা করে আসছে। চোরাচালানির ব্যাবসা করে সে রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হয়ে ধরাকে সড়াজ্ঞান করছে। ফুলবাড়ী সীমান্তে চোরাচালানি বন্ধে চোরাকারবারীদের গডফাদার মিলনের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর।

‘প্রাণের মেহেরপুর’কে নিয়ে এক খেলোয়াড়ের আবেগঘন স্ট্যাটাস

গতকাল শুক্রবার মেহেরপুরের ‘আঞ্চলিক ভাষা’ গ্রুপে মেহেরপুর জেলাকে নিয়ে এক আবেগঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন মো : মেহেদী হাসান নামের এক বাস্কেটবল খেলোয়াড়। তার এই আবেগঘন স্ট্যাটাসটি ইতিমধ্যে অনেক পজেটিভ কমেন্ট পড়েছে। বিষয়টি ভাইরাল হয়েছে।

তার স্ট্যাটাস হুবুহু তুলে ধরা হলো।

“আমি আজ খুবি দুঃখের সাথে কিছু কথা বলতে চাই আমার মেহেরপুর বাসীকে। আমার বাড়ি মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার গাড়াডোব গ্রামে রাইচ মিল পাড়ায়। আমি ২০০৮ সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হই বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে। আমি বিকেএসপি থেকে বের হয়েছি ২০১৩ সালে এবং বের হয়ে যোগদান করি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে। আমার বাস্কেটবল খেলার বয়স প্রায় ১৩ বছর। আমি দেশে বিদেশে কম বেশি অনেক খেলায় খেলেছি। আমার এত কিছু বলার কারণ হলো একটায়।সেটা হলো আমি আজকে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর হয়ে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।বঙ্গবন্ধু ৯ম বাংলাদেশ গেমসে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি এবং সেখানে বাংলাদেশের প্রতিটা জেলা উপস্থিত ছিলো। ছিলো প্রতিটা জেলার খেলোয়াড় এবং জেলার নাম লেখা ব্যানার। শুধুমাএ একটা জেলা ওখানে ছিলোনা , পড়ে ছিলো পায়ের নিচে। গড়াগড়ি করছিলো ঐ জেলার নাম লেখা ব্যানারটা। আর সেই জেলার নামটা হলো আমার প্রানের জেলা মেহেরপুর।এমন অবস্থায় আমার চোখে পড়ে আমার প্রানের জেলার নাম লেখা ব্যানারটা।সাথে সাথে দৌড়ে যায় ব্যানার টা তুলতে। ব্যানারটা তুলে নিজই একটা ছবি তুলে ফেললাম।কি করবো আমার জেলায় তো আর কোন খেলাধুলায় অংশগ্রহন করে না।মেহেরপুর জেলায় কোন খেলাধুলাও হয় না। সব জেলা যখন সব খেলায় পার্টিসিপেট করে তখন মনে মনে নিজের জেলা টা খুজি।কিন্তু আমার এই ১৩ বছর খেলাধুলার ক্যারিয়ারে জাতীয় পর্যায়ে কোথাও খুঁজে পায়নি। আমার মেহেরপুর জেলাকে। হাতে গোনা কয়েকজন আছে যারা বিকেএসপিতে ভর্তি হয়েছে। তাও আবার সে ভালো কিছু করলে নাম হয় বিকেএসপির। একমাত্র ইমরুল কায়েস ভাই কিছু করলে নাম হয় মেহেরপুর জেলার। কিন্তু ইমরুল কায়েস ভাইকে দিয়ে আর কতদিন। আমার মেহেরপুর জেলার সকল মানি গুনি এবং খেলাধুলা প্রেমিদের কে বলবো এখনো সময় আছে সামনে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে প্রতিটা খেলার আয়োজন করুন প্রতিটা খেলার জন্য জায়গা তৈরী করুন বাদ যাবেনা একটা খেলাও। ক্রিকেট , ফুটবল, হকি, এ্যাথলেটিকস , সাঁতার , বাস্কেটবল , ভলিবল,

কাবাডি , হ্যাণ্ডবল সবগুলো খেলা থাকবে। বাংলাদেশের যে কোন খেলা হোক না কেন সবার আগে আগে থাকবে আমার মেহেরপুর জেলার নাম। আমাদের এমপি মহোদয় এর কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে। আপনি আমাদের মেহেরপুর জেলার অভিভাবক। আপনি মেহেরপুর জেলার খেলাধুলার বিষয়ে একটু দেখবেন। আপনি আমাদের মেহেরপুর জেলাকে খেলাধুলার দিক দিয়ে অন্য এক মাএায় নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা এই প্রত্যাশায় থাকবো। ”

গাংনীতে এডিপি ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লটারী অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলায় ২০২০ -২০২১ অর্থ বছরে (সাধারন থোক) এডিপি উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ২০ টি গ্রুপের কার্য ও পণ্য ক্রয়ের জন্য স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরের আওতায় তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লটারীর মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা সম্মেলন কক্ষে সকল ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে লটারীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্যাকেজ নির্বাচন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে লটারী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন , গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় উপস্থিত ছিলেন , উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন। লটারী অনুষ্ঠানে প্রথমেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন , উপজেলা প্রকৌশলী মো . গোলাপ আলী শেখ।

উপজেলা প্রকৌশলী জানান , ২০ টি প্যাকেজে সর্বমোট এডিবি বরাদ্দ ৬০ লাখ ৯৫ হাজার টাকা এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ৩৬ লাখ ৫০ হাজার সর্বমোট এডিপি ও উন্নয়ন টাকা ৯৭ লাখ ৪৯ হাজার ১ শত টাকা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রকৌশল অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ , জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে রাফিন (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাফিন হিজলবাড়ীয়া দক্ষিন পাড়া গ্রামের আকাশ আলীর ছেলে ।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে , শিশু রাফিন তার মায়ের সাথে বাড়ির অদূরে একটি পুকুরে গোসল করতে যায়। মা পুকুরের একপাশে কাপড় পরিস্কার করছিলেন। রাফিন মায়ের অগোচরে পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে তলিয়ে যায়। মা হঠাৎ খেয়াল করে তার সন্তান কে দেখতে না পেয়ে খুজতে থাকে। একপর্যায়ে স্থানীয়রা তাকে পুকুরের পানির মধ্যে খুজতে থাকে। পানির তলদেশ থেকে রাফিনের মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। একমাত্র শিশু পুত্রকে হারিয়ে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান , ঘটনা শুনেছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।